দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৩

জঙ্গীবাদ এককভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয়

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও জঙ্গী থাকতে পারে

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : জঙ্গীবাদ এককভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয় জানিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ বলেন- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গী থাকতে পারে। সরকার যে কোন ধরনের হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। এ জন্য যা যা করণীয় সেটা আমরা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, জঙ্গী একক কোন সমস্যা না। জঙ্গীদের কোন বাউন্ডারি নেই। জঙ্গীর সমস্যা সারা বিশ্বের। বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে তথ্য আদান-প্রদান চেষ্টা চলছে। সকলে মিলেই জঙ্গী মোকাবিলা করতে হবে। গতকাল (মঙ্গলবার) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রথম সভা শেষে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। জঙ্গীবাদ দমনে গত ২০ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের এ কমিটি করা হয়।

পৃঃ ২ কঃ ৩

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সফলতা আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে ছিলেন- স্বরাষ্ট্র, আইন, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, তথ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার সচিব। এছাড়া পুলিশের মহাপরিদর্শক, র‍্যাবের মহাপরিচালকসহ এনএসআই, ডিজিএফআই ও আনসার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিডিআর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ সাংবাদিকদের বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে সরকার কোনো ছাড় দেবে না। এ ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্স ঘোষণা করছি। সারাদেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ দেশের মাটি থেকে নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমন একটি চলমান প্রক্রিয়া। জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রণে আছে। তার মানে এ নয় যে, দেশে জঙ্গীবাদ নেই।

তিনি জানান, জাতীয় কমিটি জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে ও প্রতিকারে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে দেশব্যাপী ছয়টি পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে- স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপের আওতায় শিক্ষা, ধর্ম, তথ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত গণ সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি জোরদার করার বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, জঙ্গীবাদ এককভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয়, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গী থাকতে পারে। সরকার যে কোন ধরনের হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। এ জন্য যা যা করণীয় সেটা আমরা করে যাচ্ছি। জঙ্গীদের কোন বর্ডার ইস্যু নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, জঙ্গীরা যাতে সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশে পুলিশ, আনসার, চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সমন্বয়ে মহল্লা ও গ্রামে গ্রামে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হবে। জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সচেতনা বৃদ্ধি ও এর প্রতিকারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকেও সম্পৃক্ত করা হবে। বিশেষ করে মসজিদ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা এ বিষয়ে যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন সে জন্য এই কমিটি কাজ করবে।